ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 126 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২৬ ● কলকাতা ● ২৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● সোমবার ● ১১ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

জীবনতলায় ২২ বছরের আতঙ্ক! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আর্তি— “সরকার বদলায়, থামে না অত্যাচার”

নিজস্ব সংবাদদাতা, জীবনতলা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের ১৮ বাকি অঞ্চলের হেদিয়া গ্রাম। দীর্ঘ ২২ বছরের এক চরম আতঙ্ক, রাজনৈতিক রং বদলের সঙ্গে বদলে যাওয়া দুষ্কৃতীদের মুখ, আর এক সাংবাদিক পরিবারের টিকে থাকার সংগ্রাম— এই নিয়েই আজও দিন কাটছে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের।

অভিযোগ, বামফ্রন্ট আমল থেকে শুরু করে তৃণমূল সরকারের সময়কাল— দুই জমানাতেই একাধিকবার হামলা, প্রাণনাশের চেষ্টা, জমি দখলের চক্রান্ত, পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে আর্থিক ধ্বংস এবং লাগাতার সামাজিক সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়েছে সম্পাদক পরিবারকে। রাজনৈতিক পালাবদল হলেও বদলায়নি অত্যাচারের চরিত্র। শুধু বদলেছে দুষ্কৃতীদের হাতে থাকা পতাকার রং।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের কথায়,

“২২ বছর ধরে সংবাদপত্র চালিয়ে মানুষের কথা বলেছি। অথচ আজ আমার নিজের পরিবারই নিরাপত্তাহীন। সরকার বদলেছে, কিন্তু আমাদের জীবনের দুর্ভোগ বদলায়নি।”

অভিযোগের আঙুল উঠেছে জীবনতলা থানার প্রাক্তন ওসি দিগন্ত মন্ডলের বিরুদ্ধেও। দীর্ঘদিন প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে দাবি। নতুন ওসি হিসেবে ত্রিদিববাবু যোগদান করেছেন। তাঁর কাছেও নিরাপত্তার আবেদন জানিয়েছেন সম্পাদক।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দাবি,

বিগত দুই দশকে একাধিকবার তাঁকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলেছে বছরের পর বছর। এমনকি পুকুরে বিষ ঢেলে লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগও

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 285

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

স্নানও নিয়মিত হত না। অনেক দিন কোন মানুষ দেখিনি। গুরুদেব ছাড়া কাউকে দেখিনি। সেইজন্য পুরা মনোযোগ তাঁর উপরেই হত। তাঁর ছোট ছোট কথার উপর, ছোট থেকে ছোট গতিবিধির উপর মনোযোগ থাকত। তাঁর মধ্যে খুব জোর আকর্ষণ শক্তি ছিল। আর অন্য কেউ ছিলই না, তাই দেখার জন্য কেবল তিনিই ছিলেন।

ক্রমশঃ

কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার ৯৩ অফিসারের বদলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চাপানউতোর ছিলই, এবার ক্ষমতার হাত বদলেই অ্যাকশন! মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারী শপথ নেওয়ার পরেই কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার একাধিক পুলিশের রদবদল। আগের শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ডিসি থেকে শুরু করে অফিসার ইনচার্জ, সাব-ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে ও একাধিক অফিসার বদলি। প্রথম ধাপেই ৯৩ জনের বদলি হয়েছে।এরইমধ্যে আবার বড় বৈঠকেও বসতে চলেছেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্ন সভাঘরে হবে সেই বৈঠক। দুপুর সাড়ে ১২ টায় সচিবদের সঙ্গে বসবেন শুভেন্দু। সোমবার দেড়টায় আবার বিধায়কদের নিয়েও রয়েছে বৈঠক। বৈঠক হবে জেলাশাসকদের সঙ্গেও। ৪ টের সময় সব জেলাশাসকদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন তিনি। বসবেন পুলিশ কর্তাদের সঙ্গেও। সূত্রের খবর, বিকালে ৫ টায় ডিজিপি এবং পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক রয়েছে তাঁর। শুরুতেই কড়া কোনও নির্দেশ বা বার্তা দেন কিনা শুভেন্দু সেদিকে নজর রয়েছে প্রশাসনিক মহলের। নজর রাজনৈতিক মহলেরও। শুক্রবার নবান্নে প্রথম নতুন মন্ত্রিসভার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও।এঁদের প্রায় সকলেই আগের শাসক দলের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে কাজ করতেন বলে খবর। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এই অফিসারদের সিংহভাগকেই বদলি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গে। যে তালিকা সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে এই অফিসারদের দ্রুত কোচবিহার, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরুদুয়ারের পাঠানো হচ্ছে। একইসঙ্গে সুন্দরবন লাগোয়া এলাকা এমনকী পশ্চিমাঞ্চলের পুরুলিয়ার মতো জেলাতেও তাঁদের পাঠানো হচ্ছে।

রাত দুটোয় নিজগৃহে প্রবেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নন্দীগ্রামের মানুষজন চেয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হোন শুভেন্দুই। যেই তাঁর নাম দলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস নন্দীগ্রামে। কাঁথিতেও শান্তিকুঞ্জের সামনে উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনার ছবি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা হতেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলেও আনন্দ উপচে পড়ল।জেলার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শিশির অধিকারী। তার হাত ধরেই দলীয় রাজনীতিতে প্রবেশ শুভেন্দু অধিকারীর। যিনি এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠের অনুষ্ঠানে শান্তিকুঞ্জের প্রায় সব সদস্য ব্রিগেডমুখী হলেও বাড়িতেই ছিলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শিশির অধিকারী এবং তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী। ছেলের শপথবাক্য পাঠ দেখেছেন টিভির পর্দায়। ছেলে বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী। তাই জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন শিশির অধিকারী। মহিষাদল রাজবাড়ির গোপাল জিউ মন্দিরে পুজো দিয়ে লাড্ডু বিতরণ করলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। রাত দুটোর সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নিজের বাড়িতে ঢোকেন। নিজের বাড়ি শান্তিকুঞ্জে ঢোকার সময় শুভেন্দু

এরপর ৩ পাতায়

সাবধানে থাকুন, সব বন্ধ করে দিন, ভদ্র হন', চেয়ারে বসেই কাদের কড়া বার্তা শুভেন্দুর?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিগ্রেডে তখন লক্ষ-লক্ষ মানুষ। উপস্থিত রয়েছেন নামী-দামি কলাকুশলী থেকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। রয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ । তাঁদের সকলের সামনে রাজ্যপাল নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাঠ করালেন শপথ বাক্য। আর শপথের পরই মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কড়া বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।গতকাল ব্রিগেডে শপথ গ্রহণের পর শুভেন্দু পৌঁছে যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে। সেখানে তাঁর মূর্তিতে মালা দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "একটা সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন কংগ্রেসের নেতাদের তোমরা দেশ ভাগ করলে আর আমি পাকিস্তানকে ভাগ করলাম। আমার ভাবনায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯৪৭

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

জীবনতলায় ২২ বছরের আতঙ্ক! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আর্তি– "সরকার বদলায়, থামে না অত্যাচার"

উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ— "সাংবাদিকতা করতে গিয়ে আজ সর্বস্ব হারানোর মুখে সম্পাদক পরিবার। সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত তাঁরা।" বর্তমান সরকারের প্রতি এখনও আশাবাদী মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত সমস্ত ঘটনা জানিয়েছেন তিনি। তাঁর আবেদন— "আমার পরিবারকে আজীবন নিরাপত্তা দেওয়া হোক। যারা বছরের পর বছর অত্যাচার করেছে, তারা যেন আইনের কঠোর শাস্তি পায়। একজন সম্পাদক হিসেবে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দিক সরকার।" জীবনতলা ও হেদিয়া অঞ্চলে এই অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন প্রশ্ন— নতুন প্রশাসন কি সত্যিই নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের ভরসা ফিরিয়ে দিতে পারবে এক আতঙ্কিত সাংবাদিক পরিবারকে?

(২ পাতার পর)

সাবধানে থাকুন, সব বন্ধ করে দিন, ভদ্র হন', চেয়ারে বসেই কাদের কড়া বার্তা শুভেন্দুর?

সালে করা উচিত।"শনিবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু বলেন, "চোর-ডাকাত যাঁরা সিন্ডিকেট চালাচ্ছেন,তাঁদের বলব শান্ত হন। ভালো থাকুন। সাবধানে থাকুন। সব বন্ধ করে দিন। ভদ্র হন। আর যদি বিপদ থাকে তাহলে সরে থাকাই ভালো। এই বার্তা দিয়ে রাখলাম।" অর্থাৎ, তোলাবাজি-সিন্ডিকেট রাজ যে কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না সেই বার্তাই জানিয়েছেন শুভেন্দু। বাংলায় 'তোলাবাজি' এবং 'সিন্ডিকেট রাজ' শব্দ দু'টি বহুল প্রচলিত। বাংলার বহু জায়গায় এই অভিযোগ উঠে আসে। শুধু তাই নয়, এই সিন্ডিকেট রাজের জন্য বহুবার চলেছে গুলি। খুন হয়ে গিয়েছেন অনেকে। এবার চেয়ার বসার পরই এই তোলাবাজিকে সমুলে উৎপাটন করতে চাইলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

(২ পাতার পর)

রাত দুটোয় নিজগৃহে প্রবেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর!

অধিকারীকে ঘিরে গভীর রাতেও সাধারণ মানুষ পাড়া প্রতিবেশীদের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শপথ গ্রহণের পর শনিবার সন্ধ্যেতেই কালীঘাট মন্দিরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মাথায় ডালা নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে পূজা দিতে প্রবেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই মা কালীর আরাধনায় শুভেন্দু অধিকারী। পুজো দেওয়ার পর কালীঘাট থেকে বেরিয়ে যান শুভেন্দু। শুভেন্দু বেরোনোর সময় রাস্তার দু'পাশে সাধারণ মানুষের স্লোগান এবং শুভেচ্ছার উচ্ছ্বাস। এদিন রাতে পাঁচলা কলকাতা হয়ে মেদিনীপুর যাবার পথে, রানিহাটি মোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি নেতা তথা পাঁচলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রঞ্জন পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হাজির হতেই, মানুষ পুষ্প দিয়ে স্বাগত জানান। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বজরংবলী মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিতে মালা দেন। এরপর পাঁচলা হয়ে উলবেড়িয়া পৌঁছন। শপথ গ্রহণ করেই শনিবার সন্ধ্যায় ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মাল্যদান করলেন ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে। এদিন শুভেন্দু জানালেন, ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন জ্ঞানীগুণি মানুষের বাড়ি এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানেরও সংস্কার করা হবে বলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু বলেন, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতেকে তৈরি তথা পশ্চিমবঙ্গকে তৈরির পেছনে ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ দিবস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। আমরা এটা ক্যাবিনেটে তুলব।"

তৃণমূলকে ধ্বংস করল আইপ্যাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৫ বছরের সরকার পতনের পর তৃণমূলের অন্দরের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ্যে। ক্ষমতার হাত বদল হতে না হতেই মুহূর্তে বদলে গিয়েছে ঘসাফুলশিবিরের অন্দরমহলের সমীকরণ। দলের 'কর্পোরেট কালচার' নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন দলের ছোট-বড় নেতারা। দলের ভরাডুবির নেপথ্যে অভিষেককে কাঠাগড়ায় তুলে দল থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছেন অনেকে। দলের নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়েও একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, "রণকৌশলে কোনও ঘাটতি ছিল না। যাঁরা অযোগ্য তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা টিকিট পায়নি তাঁরাই চক্রান্ত করেছে। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলটাকে শেষ করে দিয়েছে।" তৃণমূলের ভরাডুবির নেপথ্যে পরামর্শদাতা আইপ্যাককে 'সিরিয়াস ইস্যু' বলে বিস্ফোরক দাবি করেন কল্যাণ। বলেন, "২০২১ সাল থেকে বলেছি। আইপ্যাক সিরিয়াস ইস্যু। আইপ্যাকের লোকজনেরাই সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ করেছে। সংগঠনের দুর্বলতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আইপ্যাক।" ছাব্বিশের ফলের পর একুশের ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের ভূমিকা নিয়েও মুখ খোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, "প্রশান্ত কিশোর সুযোগ সন্ধানী। উনি থাকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীকে খুনের ছক?

মোদিকে হত্যার ছক! বেঙ্গালুরুতে মোদির কনভয় যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই পথ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত জিলেটিন স্টিক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে এক সন্দেহভাজন যুবককে আটক করেছে পুলিশ। কীভাবে ওই জিলেটিন স্টিক ওখানে এল তা জানার চেষ্টা চলছে।সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাঁর মা ও বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের তরফে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি এর আগেও বেঙ্গালুরুতে ভিআইপিদের সফরের সময় একই রকম দাবি করে থানায় ফোন করেছেন। যার জেরে অতীতেও তাঁকে আটক করা হয়েছিল। পড়ে তাঁর মানসিক সমস্যা রয়েছে জানতে পেরে পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়। তবে এবার মোদির যাত্রাপথে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছেন তদন্তকারীরা।নেপথ্যে বড় কোনও ষড়যন্ত্র ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তদন্তকারীদের তরফে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বেঙ্গালুরুতে আর্ট অফ লিভিং সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। এই যাত্রাপথে কাগ্গালিপুরা এলাকার থাথাগুনির কাছ থেকে উদ্ধার ঝয় জিলেটিন স্টিক। জানা যাচ্ছে, মোদি ওই পথে যাওয়ার আগে পুলিশের কাছে সন্দেহজনক একটি ফোনকল আসে। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এবং রাস্তার ধার থেকেই উদ্ধার হয় জিলেটিন স্টিক। মোদির কনভয়ে বিস্ফোরক উদ্ধারের মতো ঘটনায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

মোদি ওই পথে যাওয়ার আগে পুলিশের কাছে সন্দেহজনক একটি ফোনকল আসে। তার ভিত্তিতেই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এবং রাস্তার ধার থেকেই উদ্ধার হয় জিলেটিন স্টিক।

পুলিশের দাবি অনুযায়ী, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি রবিবার ভোরে স্থানীয় থানায় ফোন করেছিলেন। সেখানে এইচএএল এবং আর্ট অফ লিভিং সেন্টারে বিস্ফোরণের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। যার জেরেই ব্যাপক পরিসরে শুরু হয়েছিল তল্লাশি। ঘটনার পরই অভিযুক্তকে কোরামাঙ্গালায় তাঁর বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এইচএএল বিমানবন্দরের কাছে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় টার্গেট থেকে উদ্ধার হয় জেলাটিন স্টিক। এই পথেই যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। ঘটনায় ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের তরফে জানানো হয়েছে, আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত করছি। বিস্ফোরকগুলো কীভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছালো, কারা সেগুলো সরবরাহ করেছিল এবং সেখানে বিস্ফোরক রাখার জন্য কেউ অভিযুক্তকে নির্দেশ দিয়েছিল কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

কুড়ি বছর সাংবাদিকতার জীবনে সবচেয়ে বেশি আমি অত্যাচারিত বা অবহেলিত, যত অত্যাচার অবহেলা করেছে ততই আমি ঈশ্বরের প্রতি ভরসা ও বিশ্বাস রেখে মায়ের শক্তিকে উপলব্ধি করে নিজের মতন করে এগিয়ে চলেছি । আজও আমার মানসিকতাকে শেষ করতে পারিনি অশোদা শক্তি গুলো, আমার কলমকে নির্বাক করে দিতে পারিনি। তবে আমার কলমটাকে মা একটু অন্যরূপেই অন্যভাবে চালনা শক্তি দিয়েছে, আজ তার সৃষ্টি এই মাতৃ শক্তি বইটি। তবে যাক সে কথা, যে শক্তিকে আমি বিশ্বাস করি, ভরসা করি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

তৃণমূলকে ধ্বংস করল আইপ্যাক

দলটাই। প্রশান্ত কিশোরের মতো লোক ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির কাঠামো নষ্ট করেছে, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নেতারা ওঁর উপর ভরসা করেছে।”তারপরেও ক্ষোভের আগুনে জল ঢালা যাচ্ছে না। এবার তৃণমূলকে সর্বস্বান্ত করার একমাত্র কারণ নিয়ে মুখ খুললেন দলের পোড়খাওয়া প্রবীণ নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ‘অভিষেকের অনেক বুদ্ধি, তবে পরিবর্তন আনা দরকার।’

দলের উত্থান মূলত যাঁদের হাত ধরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থেকে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দলের ভূমিকায় লড়াই করে শাসকের কুর্সির স্বাদ পেয়েছেন। ১৫ বছর পর তাঁদের চোখের সামনে দলটা কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০১ সাল থেকে তিনি আসালসোল কেন্দ্রের বিধায়ক। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর কেন্দ্র থেকে টানা চারবারের সাংসদ। ছাব্বিশের নির্বাচনে দলের ভরাডুবি দেখে এবার ফোঁস করে উঠলেন তিনিও। দলের অন্দরে যে চোরাস্রোত তৈরি হয়েছিল, তা কি আগেই টের পেয়েছিলেন? কল্যাণের বলেন, “উত্থান হলে পতন হবেই এটা যেমন ধ্রুব সত্য। তেমনই এটাও সত্যি যে ক্ষমতার হাতে এলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। আমিত্বে ডুবে গেলেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আমরা ভাল ছিলাম না বলেই হয়তো মানুষ আমাদের সরিয়েছে।”

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি যেমন একটি গ্রহ অন্যদিকে শনি দেব একজন ঈশ্বর ইতিহাস আমাদের অনেকেরই জানা। তবে আমরা নবগ্রহের একটি গ্রহ শনি, না শনিদেব কে ভয় পায় । শনি শব্দটির মধ্যে ভয়-ভীতি ও শ্রদ্ধা সবকিছু যেন লুকিয়ে রয়েছে আর মানুষ সেটাকে প্রাচীনকাল থেকেই মেনে এসেছে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণার দিনই প্রকাশ্যে ২০১৬-র শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইনি জটে ঝুলে থাকা নিয়োগ জট কাটাতে তৎপর রাজ্যের নবনিযুক্ত বিজেপি সরকার! শুক্রবারই বঙ্গে এসে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেন অমিত শাহ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেদিনই ২০১৬ সালের বিতর্কিত শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট ওয়েবসাইটে আপলোড করল স্কুল সার্ভিস কমিশন।গত বছর চাকরিহারাদের মধ্যে ১৯ হাজার যোগ্যকে চিহ্নিত করে হাইকোর্টের নির্দেশে নতুন করে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে এসএসসি। নতুন করে পরীক্ষাও নেওয়া হয়। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের লিখিত পরীক্ষার ফলও বেরতে দেখা যায় ২০১৬-র যোগ্যদের অনেকেই পাস করেননি। তাতে ক্ষোভ ও জটিলতা আরও বাড়ে। এদিনের নির্দেশিকায় স্পষ্ট হল দ্বিতীয় লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের কোনো গুরুত্ব রইল না।শুক্রবারই এসএসসির তরফে এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। কিন্তু শনিবার, শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতেই এহেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসে।

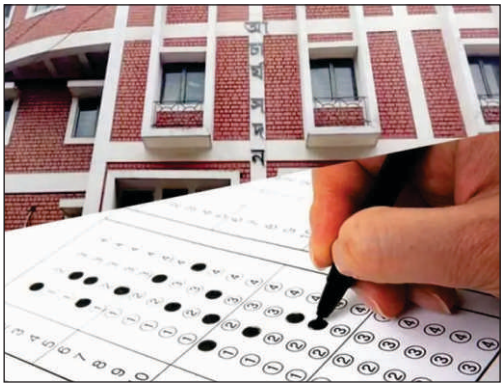

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই সিবিআই সূত্রে প্রাপ্ত ওএমআর শিটগুলি আপলোড করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআই-এর তরফ থেকে যে হার্ড ডিস্ক পাওয়া গিয়েছে, তার থেকেই ২০১৬-র পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয়েছে। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি লেভেল এসএলএসটি (এটি)র ওএমআর শিটগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ তৃতীয় আরএলএসটি (এনটি)র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ওএমআর শিটও দ্রুত আপলোড করা হবে। জানা গিয়েছে, সিবিআই-এর তরফ থেকে যে হার্ড ডিস্ক পাওয়া গিয়েছে, তার থেকেই ২০১৬-র পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট প্রকাশ করা হয়েছে। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি লেভেল এসএলএসটি (এটি)র ওএমআর শিটগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ তৃতীয় আরএলএসটি (এনটি)র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের ওএমআর শিটও দ্রুত আপলোড করা হবে। পূর্বতন রাজ্য সরকারের নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আন্দোলন করা শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চর সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, "ওএমআর প্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার যোগ্য শিক্ষক ওশিক্ষাকর্মীদের সবাইকে তাঁদের পুরনো জায়গায় সসম্মানে পুনর্বহাল করুক। একজন নিরপরাধও যেন শাস্তি না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।" ২০১৬ সালে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হওয়ার জেরে চাকরিহারা হন ২৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষক ও গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি-র শিক্ষাকর্মীরা। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হওয়ার পর ওএমআর শিট প্রকাশ করার দাবি তুলছিল চাকরিপ্রার্থী এবং বিভিন্ন মঞ্চ। অভিযোগ ছিল, অনেক ক্ষেত্রে ওএমআর শিট নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বা কারচুপি করা হয়েছে। ২০২৪ সালেই হাইকোর্ট ২২ লক্ষ ওএমআর প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। যদিও সেই নির্দেশ মানেনি কমিশন। রাজ্যে নতুন সরকার আসতে না আসতেই হাইকোর্টের সেই নির্দেশই এসএসসি এদিন মেনে নিল বলে মনে করছেন এসএসসি নন টিচিং স্টাফ ঐক্য মঞ্চর সদস্য অমিত মণ্ডল।

মেদিনীপুর থেকে আরও চার বিজেপি বিধায়ক মন্ত্রিসভায়

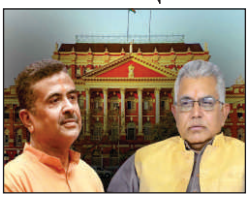

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর মিলিয়ে রেকর্ড আসন পেয়েছে বিজেপি। গেরুয়া ঝড়ে মেদিনীপুর থেকে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপিকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে মেদিনীপুরবাসী। আর সেই মেদিনীপুর থেকেই বাংলা পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী।নারায়ণগড়ের জয়ী বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরির নাম নিয়েও চলছে জল্পনা। বরাবর শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এই বিজেপি নেতা। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে শুভেন্দুর সঙ্গেই যোগ দেন রমাপ্রসাদ গিরি। এছাড়াও বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা প্রদীপ লোধার নামও মন্ত্রীত্বের দৌড়ে রয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। আগামী বুধবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ঘটতে চলেছে বলে রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর। তার আগেই বিধায়ক পদে শপথ গ্রহণ করবেন জয়ী বিজেপি প্রার্থীরা। তারপরে মন্ত্রিসভাতে কাদের ঠাঁই হয় সেটা নিয়েই চলছে জল্পনা।নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আরও এক মেদিনীপুরের নেতাকে রাজ্যের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। খড়্গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনিও মন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেছেন। যদিও তাঁর দফতর

এরপর ৬ পাতায়

মধ্যরাতে আগুনের তাণ্ডব ঝাড়গ্রামে, পুড়ে ছাই সাত দোকান, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে বিজেপি বিধায়ক

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ল ঝাড়গ্রাম শহরে। গভীর রাতের ভয়াবহ আগুনে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল একাধিক দোকান। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়াল ঝাড়গ্রাম শহরে। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের গ্রাসে চলে যায় সারিবদ্ধভাবে থাকা একাধিক দোকান। আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ঝাড়গ্রাম শহরের লোকাল বোট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর রাতে প্রথমে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর দ্রুত সেই আগুন পাশের দোকানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় সারিবদ্ধভাবে থাকা সাতটি দোকান। আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন ও ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সাতটি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বিধায়ক বলেন, "হঠাৎ এই অগ্নিকাণ্ডে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে যাতে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো যায় এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়, সেই বিষয়টি দেখা হবে।" পাশাপাশি কী কারণে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান তিনি। যদিও ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান স্থানীয়দের। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

(৫ পাতার পর)

মেদিনীপুর থেকে আরও চার বিজেপি বিধায়ক মন্ত্রিসভায়

এখনও পর্যন্ত বন্টন হয়নি। সূত্রের খবর, বিজেপি নেতৃত্ব মেদিনীপুরে দলের রেজাল্টে খুশি। তাই আরও চার বিধায়ককে মন্ত্রিসভায় স্থান দিতে পারে বলেও জল্পনা তুঙ্গে। তবে সেই চার বিজেপি বিধায়ককে পূর্ণমন্ত্রী করা হবে কিনা সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। এক্ষেত্রে দু'জনকে পূর্ণমন্ত্রী ও দু'জনকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসা হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে খবর।কারা রয়েছেন তালিকায়? গেরুয়া শিবিরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মেদিনীপুরের শঙ্কর গুছাইত, নারায়ণগড়ের রমাপ্রসাদ গিরি, গড়বেতার প্রদীপ লোধা এবং ঘাটালের শীতল কপাট। বিজেপির এই চার জয়ী প্রার্থীর নাম নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। কিন্তু কেন এদের মন্ত্রী করার কথা ভাবছে বিজেপি? সূত্রের খবর, এই চার বিধায়কের মধ্যে কারোর প্লাস পয়েন্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারোর ভোটে জয়ের ব্যবধানই মন্ত্রীত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করছে। মেদিনীপুরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর গুছাইতের রয়েছে ডক্টরেট ডিগ্রি। তার উপর আবার জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন তিনি। মেদিনীপুরবাসীর দাবি, তাঁকে শিক্ষা সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হোক। এদিকে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এর কথা মাথাতে রেখে ঘাটালের জয়ী বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাটকেও মন্ত্রী করার জোর দাবি উঠেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালবৈশাখীর তাণ্ডবের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গের ৫ জেলায় প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা

ছুটির আরাম ভেঙে রবিবার বিকেলেই ফের দুর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় কালবৈশাখীর দাপটে প্রবল ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামতে পারে। বিশেষত পাঁচ জেলায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে, ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা।

আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগর থেকে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। তার সঙ্গে উপ-হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় থাকায় বায়ুমণ্ডলে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং কালবৈশাখীর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা এবং হুগলীতে। এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় প্রায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, সঙ্গে থাকবে তীব্র বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী বৃষ্টি। পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। দফায় দফায় ঝড়ের দাপটে গাছপালা উপড়ে যাওয়া বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মতো ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে।

উত্তরবঙ্গেও স্বস্তি নেই। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পূর্ব রাজস্থান থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরে এই বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

সোমবারও পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হবে না। দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও একইভাবে দুর্যোগের আশঙ্কা বজায় রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ইঙ্গিত, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় আগামী কয়েকদিন রাজ্যজুড়ে এই ঝড়-বৃষ্টি চলতেই পারে।

সিনেমার খবর

‘দৃশ্যম ৩’-এ চাপা রহস্য নিয়ে ফিরলেন জর্জকুট্টি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া মালয়ালম সিনেমা ‘দৃশ্যম’ তার টানটান উত্তেজনা আর পারিবারিক আবেগের মিশেলে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। থ্রিলারের টানটান উত্তেজনা আর পারিবারিক আবেগের দুর্দান্ত মিশেলে তৈরি এই সিনেমায় ‘জর্জকুট্টির’ ভূমিকায় মোহনলালের অভিনয় পেয়েছিল ব্যাপক প্রশংসা।

ছবিটির দ্বিতীয় কিস্তির সফলতার পর সবাই অপেক্ষায় ছিলেন তৃতীয় পর্বের জন্য। অবশেষে জিতু জোসেফ পরিচালিত ‘দৃশ্যম ৩’-এর টিজার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন জয় করে নিয়েছে দর্শকদের।

টিজারটিতে মূল ‘দৃশ্যম’ এবং এর সিক্যুয়েলের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো পুনরায় দেখানো হয়েছে, যেখানে জর্জকুট্টির রোমহর্ষক চিন্তা ভাবনা আর পরিকল্পনায় তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলোর একে একে কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তবে সুরটি দ্রুতই অশুভ হয়ে ওঠে, যা ইঙ্গিত দেয় যে তার চাপা পড়ে যাওয়া অতীত আবার ফিরে আসতে পারে। প্রথমবারের মতো, জর্জকুট্টি ভয়ের কথা স্বীকার করেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই পর্বটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে তীব্র হতে পারে।

একটি শক্তিশালী স্বগতোক্তিতে, তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেন, যার শান্তিপূর্ণ জীবন একজন নষ্ট করে দিতে চায়। তার স্ত্রী ও সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিশ্চিত করেছিলেন, তা স্থায়ীভাবে নির্মূল করা হয়েছে। তবে প্রকাশিত টিজারটিতে রহস্যের শেষ নেয় বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও টিজারে জর্জকুট্টির পরিবারেরও কিছু ঝলক দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছেন তার স্ত্রী রানি (মিনা অভিনীত) এবং দুই মেয়ে (আনসিবা হাসান ও এস্থার অনিল অভিনীত)। এছাড়াও, সিদ্দিক ও আশা শারথ অভিনীত বরুণের বাবা-মায়ের প্রত্যাবর্তন অতীতের ঘটনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে আরও জোরদার করে।

‘অতীত কখনো নীরব থাকে না’ এই ট্যাগলাইন নিয়ে ‘দৃশ্যম ৩’ এমন একটি গল্পের আরও গভীর ও আবেগঘন সমাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয়, যা ভারতীয় সিনেমায় সাসপেন্সের সংজ্ঞা নতুন করে বদলে দেয়। শুরুতে ছবিটির তৃতীয় কিস্তি ১০ এপ্রিল মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে ২১ মে নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

‘দৃশ্যম’ সিরিজের গল্পটি ব্যাপক প্রশংসিত হওয়ার পর হিন্দি, তামিল এবং তেলেগুসহ বিভিন্ন ভাষায় এর রিমেকও তৈরি হয়। হিন্দিতে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন অজয় দেবগন।

যার কারণে ‘লাল হিল’ পরে নেচেছিলেন অক্ষয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের খিলাড়িখ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমার সম্প্রতি নতুন করে সংবাদ শিরোনামে এসেছেন। তবে সেটা অভিনয় বা কোনো সিনেমার কারণে নয়, সহ-অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের দেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক রিয়েলিটি শোয়ের মঞ্চে হাই হিল জুতা পরে নেচে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন অক্ষয় কুমার।

‘হুইল অব ফরচুন’-এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটেছে।মূলত এক লাখ টাকা বাঁচাতেই অভিনেতার এমন কাজ। কিন্তু কেন?

এদিন অক্ষয়ের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিয়েছিলেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ, ভূমি পেড়্নেকর এবং কোরিওগ্রাফার-পরিচালক ফারাহ খান। শুটিং চলাকালীন জ্যাকুলিন ও ভূমি অভিযোগ করেন, অক্ষয় প্রায়ই তাদের সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করেন।

এর বদলা নিতেই জ্যাকুলিন একটি বুদ্ধি বের করেন। তিনি অক্ষয়কে চ্যালেঞ্জ জানান যে, তাকে হিল জুতা পরে এক মিনিট নাচতে হবে। আর যদি তিনি মাঝপথে থেমে যান, তবে তিনি জ্যাকুলিনকে ১ লাখ টাকা দেবেন।

প্রথমে কিছুটা থমকে গেলেও, শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়েই লাল রংয়ের হাই হিল পরে ‘লাল পরী’ গানে নাচতে শুরু করেন অক্ষয়।শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ সম্পন্নও করেন তিনি। তবে নাচের শেষ দিকে হিলটা ভেঙে যায়।

এর পরেই নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে অক্ষয় বলেন, ‘সব নারীদের আমার সালাম, আপনারা এগুলো কীভাবে পরেন?’ ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই অক্ষয়ের এই 'স্পোর্টিং স্পিরিট'-এর জন্য নেটিজেনদের প্রশংসায় ভাসছেন অভিনেতা।

ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে সালমানের নতুন ছবিতে রাজপাল, থাকছে চমক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্তমানে ৯ কোটি রুপির চেক বাউন্স মামলা নিয়ে চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব। আইনি ও আর্থিক এই কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন বলিউডের মেগাস্টার সালমান খান। জানা গেছে, দিল রাজুর প্রযোজনায় এবং জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক বংশী পৈডিপল্লির আগামী অ্যাকশন-ড্রামা ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে রাজপালকে।

নাম ঠিক না হওয়া এই ছবিতে সালমানের বিপরীতে অভিনয় করছেন দক্ষিণী তারকা নয়নতারা।

বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিগ বাজেট বিনোদনমূলক ছবিতে সালমানের ‘ডান হাত’ হিসেবে অভিনয় করবেন রাজপাল যাদব। সিনেমাজুড়ে এই দুই তারকার মধ্যে এক দারুণ রসায়ন দেখা যাবে। মে মাসে শুটিং শুরু করার কথা থাকলেও রাজপাল গতকাল থেকেই সেটে যোগ দিয়েছেন। সালমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও পছন্দের অভিনেতা হওয়ায় এই বিশেষ চরিত্রের জন্য রাজপালকেই যোগ্য মনে করা হয়েছে।

এর আগে ‘পার্টনার’ এবং ‘মুঝসে শাদি করোগি’-র মতো একাধিক ব্যবসাসফল ছবিতে এই জুটিকে দর্শক পছন্দ করেছেন। নতুন এই ছবিতেও রাজপালের চরিত্রটিতে একটি বিশেষ কমিক অ্যাঙ্গেল থাকবে, যা দর্শকদের বিনোদনের খোরাক জোগাবে।

দিল রাজুর ‘শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ক্রিয়েশনস’-এর ব্যানারে নির্মিত এই ছবিটির কাজ বর্তমানে মুম্বাইয়ের একটি বিশাল সেটে চলছে। পরিচালক বংশী পৈডিপল্লি, যিনি এর আগে মহেশ বাবু, প্রভাস এবং বিজয়ের মতো তারকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তার পরিচালনায় এই প্রজেক্টটিকে ঘিরে এরইমধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ২০২৭ সালে বিশ্বজুড়ে এই সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

বর্তমানে ব্যক্তিগত জীবনের আইনি টানাপোড়েন চললেও বলিউডের এই বড় প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া রাজপালের ক্যারিয়ারের জন্য একটি বড় স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মাত্র ১৩ বলে ৫০! লখনউকে ঠেঙিয়ে আইপিএলের দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির নজির উর্বিলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এতদিন নজির ছিল একমাত্র যশস্বী জয়সওয়ালের দখলে। এবার তাতে ভাগ বসালেন উর্বিল প্যাটেল । হাঁকালেন আইপিএলের দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরি। চিপকের তথাকথিত মন্থর উইকেটে ২০৪ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আগুন ঝরাল চেন্নাই সুপার কিংস । আর সেই ঝড়ের কেন্দ্রে নয়া তারকা উর্বিল! লখনউ সুপার জায়ান্টসের বোলারদের কার্যত ছিঁড়ে ফেললেন তরুণ ব্যাটার। মাত্র ১৩ বলে এল হাফ সেঞ্চুরি। গড়লেন আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম অর্ধশতরানের রেকর্ড ।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লখনউ ২০ ওভারে ২০৩/৮ তোলে। জশ ইংলিসের ৩৩ বলে ৮৫ আর শাহবাজ আহমেদের ২৫ বলে অপরাজিত ৪৩ লখনউকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেয়। একটা সময় ১৫ ওভারের পর তাদের স্কোর ছিল ১৫৪/৬। সেখান থেকে শেষদিকে শাহবাজ ও হিম্মত সিং ইনিংস টেনে নিয়ে যান। চেন্নাইয়ের হয়ে জেমি ওভারটন ৩ উইকেট নেন। অংশুল কম্বোজের ঝুলিতে ২টি ।

কিন্তু রান তাড়া করতে নেমে চেন্নাই একেবারে অন্য মেজাজে! প্রথম ওভার থেকেই মহম্মদ সামির বিরুদ্ধে বাউন্ডারি হাঁকাতে শুরু করেন সঞ্জু স্যামসন ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। দুই ওভারে স্কোর পৌঁছে যায় ২৬। প্রিন্স যাদবের ওভারেও আসে সুবিশাল ছক্কা। তবে আসল বিস্ফোরণ ঘটে আবেশ খানের স্পেলে। সৌজন্যে উর্বিল-ধামাকা! পঞ্চম ওভারে পরপর তিনটি ছক্কা হাঁকান। যোগ দেন ঋতুরাজও। মারেন একটি সুবিশাল ছয়। এক ওভারেই ওঠে ২৫ রান। মাত্র ৯ বলে ৪২ রানে পৌঁছে যান উর্বিল। এরপর বাকি ৪ বলে আসে ৮ রান। ছয় ওভারের শেষে চেন্নাইয়ের স্কোর ৯৭/১। প্রয়োজনীয় রানরেট নাগালের মধ্যে, জয়ও স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ।

এর আগে সঞ্জু স্যামসন ২৮ রান করে দিগ্বেশ রাঠির বলে বোল্ড হন। দিগ্বেশ প্রথমে মার খেলেও পরে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ততক্ষণে ম্যাচের গতি পুরো চেন্নাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন উর্বিল। তাঁর ইনিংসে ছিল একের পর এক ছক্কা, রিভার্স শট, ফ্লিক আর সোজাসাপটা পাওয়ার হিটিংয়ে সাজানাও ।

চেন্নাইয়ের কাছে আজকের ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২০১৯ সালের পর আইপিএলে ১৮০-র বেশি রান তাড়া করতে নেমে তারা মাত্র একবার জিতেছিল। এই অস্বস্তিকর পরিসংখ্যান উড়িয়ে উর্বিল প্যাটেলের ব্যাটিং চিপকের লড়াইকে একেবারে অন্য খাতে বইয়ে দিল ।

বিব্রতকর রেকর্ডে নয়্যারের নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে দুই লেগ মিলিয়ে অ্যাগ্রিগেটে ৬–৪ ব্যবধানে পরবর্তী রাউন্ডে উঠে যায়। তখন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আলোচনায় আসেন বায়ার্নের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যার।

তবে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে প্যারিসের মাঠে পিএসজির বিপক্ষে গিয়ে কঠিন এক রাত কাটাতে হয় তার। বায়ার্ন ৪–৫ ব্যবধানে হেরে যায় ম্যাচটি, আর নয়্যার একটি অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক পরিসংখ্যানের অংশ হন—তিনি পুরো ম্যাচে কোনো সেভই করতে পারেননি, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের অন-টার্গেট সব শটই গোল হয়ে যায়।

২০১০ সাল থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নকআউট পর্বের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ শুরু হওয়ার পর এই ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম দেখা গেছে, যেখানে কোনো গোলরক্ষক অন্তত পাঁচ গোল হজম করে একটি শটও আটকাতে পারেননি।

ম্যাচ শেষে নয়্যার স্বীকার করেন যে, কিছু গোল প্রতিহত করা খুবই কঠিন ছিল, যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। তিনি আরও জানান, কিছু ক্ষেত্রে ভাগ্যেরও প্রভাব ছিল, যেমন পোস্টে লেগে যাওয়া শট বা ডিফেন্সের ক্লিয়ারেন্স।

পিএসজির আক্রমণভাগের দ্রুতগতির খেলা ও পরিকল্পিত আক্রমণের কারণে বায়ার্নের রক্ষণভাগ বারবার চাপে পড়ে বলে মন্তব্য করেন নয়্যার। তিনি বলেন, পাঁচ গোল হজম করলে শুধু গোলরক্ষক নয়, পুরো দলই চাপের মধ্যে থাকে।

তবুও দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা প্রকাশ করেন এই জার্মান গোলরক্ষক। আগামী ৬ মে ঘরের মাঠ অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ফিরতি লেগে আরও ভালো রক্ষণ ও আক্রমণ নিয়ে ম্যাচে ফিরতে চায় বায়ার্ন মিউনিখ, এমনটা জানান তিনি।

৬ বলে ৬ উইকেট নিয়ে রেকর্ড গড়লেন ইংলিশ পেসার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা চার বলে চার উইকেট নিলেই তাকে ডাবল হ্যাটট্রিক বলা হয়। ক্রিকেটে এমন ঘটনা বিরল। খুব কম বোলারই সেটি করে দেখাতে পেরেছেন। তবে ইংল্যান্ডের পেসার মাইলস ডেভিস যা দেখালেন, সেটি রীতিমত অবিশ্বাস্য!

টানা ছয় বলে ছয় উইকেট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন ডেভিস। গত শনিবার পেনক্রিজ ক্রিকেট ক্লাব এবং পেলসাল ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচে এই নজির গড়েছেন তিনি।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ স্ট্যাফোর্ডশায়ার কাউন্টি লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। প্রথমে ব্যাট করে ৪৫.৩ ওভারে পেনক্রিজ করে ১৬৮ রান। জবাবে ১২.৫ ওভারে ৫২ রানে শেষ হয়ে যায় পেলসালের ইনিংস। ডেভিসের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি পেলসালের ব্যাটাররা। ১৬ রানে ৭ উইকেট নেন তিনি। তার মধ্যে টানা ছয় বলে ছয় উইকেট নিয়ে করেছেন জোড়া হ্যাটট্রিক।

৮ ওভারের পর পেলসালের রান ছিল ২ উইকেটে ৪৯। নবম ওভারে বল করতে আসেন ডেভিস। তার আগে পেলসালের ইনিংসের তৃতীয় ওভারে একটি উইকেট নেন তিনি। নিজের পঞ্চম ওভারের প্রথম বলটি 'ওয়াইড' করেন।

ওই ওভারের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বলে দুই ব্যাটার পিটার স্টিভেন্স এবং এহসান আকবরকে বোল্ড করে দেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকায় ১১তম ওভারে আবার ডেভিসকে বল দেন পেনক্রিজের অধিনায়ক জ্যাক পোপ। তার এই সিদ্ধান্তেই তৈরি হয়েছে বিরল নজির।

নিজের ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক করেন ডেভিস। লেগ স্টাম্পে করা তার বল ব্যাটার অ্যালেক্স জোন্সের ব্যাট ছুঁয়ে উইকেটরক্ষকের গ্লাভসে জমা পড়ে। ততক্ষণে প্রতিপক্ষ শিবিরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। পরের তিনটি বলেই তিনি একে একে বোল্ড করেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ক ড্যানিয়েল পেন্নেল, টম রাইট এবং জেমি হলমেসকে। পূর্ণ করেন জোড়া হ্যাটট্রিক।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR